প্রবাদ-প্রবচন ২৫

মনের ভাব সহজে অর্থবহ করে প্রকাশের জন্য এবং ভাষার সৌন্দর্য বাড়ানোর লক্ষ্যে বহুদিন ধরে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার চলে আসছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ছোট আকারে কথার মাধ্যমে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে লোকোক্তিমূলক প্রবাদে রূপ নেয়। আবার জ্ঞানী ব্যক্তিগণের নীতি উপদেশমূলক কথাও প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রবাদের অর্থব্যঞ্জনা অর্থাৎ কম কথায় গভীর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সহায়ক। সরল প্রকাশভঙ্গি ও সহজবোধ্যতা থাকলে তা জনগণের সমর্থন লাভ করে এবং ভাষায় তার ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয়ে ওঠে। ভাব প্রকাশের সহায়ক হিসেবে প্রবাদ-প্রবচনের গুরুত্ব অনেক। প্রবাদের আলোচনায় ডঃ সুশীলকুমার দে মন্তব্য করেছেন, 'বিশিষ্ট আকারে ও প্রকারে প্রকাশিত হইলেও ইহা (প্রবাদ) সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কাহাকেও লক্ষ্য করা নয়, অথচ সকলকেই লক্ষ্য করা হইার উদ্দেশ্য। একজনের সহজ বুদ্ধিতে সহসা প্রতিফলিত হইলেও ইহা বহুজনের সুলভ বুদ্ধির উপায়ও ক্ষিপ্র প্রয়োগের অস্ত্র।'

প্রাত্যহিক যেসব ঘটনা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত বা প্রতিষ্ঠিত করে, সেসব ঘটনাজাত অভিজ্ঞতার শিক্ষা ব্যবহারযোগ্য ভাষায় সংক্ষিপ্ত, সরল, সুতীক্ষ্ণ আকারে দেখা দেয়। এগুলো তখন জীবনের নীতি-নিয়মের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে প্রবাদ নামে আখ্যাত হয়ে কালান্তরে অনায়াসে উত্তরণ করে।

প্রবাদ একদিকে লোকোক্তি অর্থাৎ প্রাকৃত প্রবাদ অজ্ঞাত মানুষের তৈরি, জনতার মুখে চলে আসা আপ্তবাক্য যাতে আছে মাটির গন্ধ। আর আছে প্রাজ্ঞোক্তি—স্বনামধন্য মানুষের সৃষ্টি—যা বিকীর্ণ করে বুদ্ধির বর্ণালী দীপ্তি।

অভিজ্ঞতামূলক, নীতিকথামূলক, ঐতিহাসিক, মানব চরিত্রের সমালোচনা, সমাজের রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ক অসংখ্য প্রবাদ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে (নীতিকথামূলক), গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল (মানব চরিত্র সমালোচনামূলক) ইত্যাদি।

মুসলিম রীতিনীতিমূলক কিছু প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঃ বিসমিল্লায় গলদ ; মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত ; কাজির গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নেই ইত্যাদি।

ইংরেজি থেকে কিছু অনুবাদমূলক প্রবাদের প্রচলন হয়েছে। যেমন ঃ চক চক করলেই সোনা হয় না ; রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো ইত্যাদি।

কিছু সংস্কৃত বাক্যাংশ বাংলার প্রবাদ হিসেবে চলছে। যেমন ঃ অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ; অধিকন্তু ন দোষায় ; অতি দর্পে হত লঙ্কা ; মিষ্টান্নমিতরে জনা ইত্যাদি।

সাহিত্য রচনা থেকেও কিছু প্রবাদ এসেছে। যেমন ঃ নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ? হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায় ; মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ; কড়িতে বাঘের দুধ মিলে (—ভারতচন্দ্র)। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা (—ঈশ্বর গুপ্ত)। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে (—সঞ্জীবচন্দ্র)।

বিভিন্ন ভাষায় প্রবাদের মধ্যে অনেক সময় মিল পাওয়া যায়। দেশ ও ভাষায় ভিন্নতা থাকলেও কখনও ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত

বাংলা ঃ ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়

সংস্কৃত ঃ গরম দুধে হাত পুড়লে মূর্খেরা ফুঁ দিয়ে ঘোল পান করে।

হিন্দি ঃ ভয় পাওয়া কুকুর বাতাসের শব্দেও চিৎকার করে।

ইংরেজি ঃ পুড়ে যাওয়া শিশু আগুনকে ভয় পায়।

সিংহলি ঃ জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে যাকে মারা হয়েছে সে জোনাকি দেখে ডরায়।

ইতালীয় ঃ যাকে সাপে কেটেছে সে গিরগিটি দেখে ভয় পায়।

স্পেনীয় ঃ গরম জলে ঝলসানো বিড়াল ঠাণ্ডা জলেও ভয় পায়।

হিব্র ঃ যাকে সাপে কেটেছে সে দড়ি দেখে ভয় পায়।

প্রবাদে আছে গঠন বৈচিত্র্য। একই ভাব নিয়ে অনেক প্রবাদ রচিত হতে দেখা যায়। যেমন ঃ

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এর অর্থ 'প্রকৃতি বা স্বভাব মূলত অপরিবর্তনীয়।'

এই একই ভাব নিয়ে রচিত অন্য প্রবাদের দৃষ্টান্ত ঃ

১. অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে, ঢেঁকিরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।

২. ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম ছাড়ে না আপন জাত।

৩. চোর যদি যায় সাধুর কাছে, স্বভাব যায় তার পাছে পাছে।

৪. আদা শুকালেও ঝাল যায় না।

৫. কয়লা না ছাড়ে ময়লা।

৬. ইল্লৎ যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে।

৭. কুকুর রাজা হলেও জুতা খায়।

৮. কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত বুঝে করে রা।

প্রবাদের অর্থ ও প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত

১। **অতি চালাকের গলায় দড়ি** (বেশি চালাক হলে বিপদে পড়তে হয়)—সে লেখাপড়া না করে ভাল ছাত্রের ভান করেছিল। কিন্তু শিক্ষকের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি—পেয়েছে শূন্য। একেই বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি।

২। **অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ** (ভক্তি বেশি দেখালে তার পেছনে অসৎ উদ্দেশ্য থাকে বলে মনে করা হয়)—রাজা বললেন, সুন্দরীর অবিশ্বাসের কি, নতুন ভৃত্য কখন প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করতে পারে না। শকুন্তলা বললেন, ঐ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

৩। **অতি লোভে তাঁতি নষ্ট** (বেশি লোভে ক্ষতি হয়)—চাকরিতে তৃপ্তি পায়নি, ফেঁদেছিল ব্যবসা ; শেষ পর্যন্ত লোকসান দিয়ে ফতুর—অতি লোভে তাঁতি নষ্ট কথাটা হাড়ে হাড়ে ফলেছে।

৪। **আঙুল ফুলে কলাগাছ** (সামান্য অবস্থা থেকে বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়া)—দেশ স্বাধীন হওয়ার সুযোগে পারমিটের ব্যবসা করে অনেকেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

৫। **আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কাজ কি** (সম্পর্কহীন সংবাদের চেষ্টা)—আমরা আদার ব্যাপারী সামান্য চাকরির উমেদার—শোষণের রাজনীতির কি জানি—সেসব জাহাজের খবরে আমাদের লাভ নেই।

৬। **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে** (একজনের অপরাধের বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপানো)—রহিমের খাতা দেখে লিখে করিম করল পাশ আর রহিমের গেল নম্বর কাটা—এ যেন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

৭। **উলুবনে মুক্তা ছড়ান** (যে যার আদর জানে না তাকে তা দেওয়া)—আজকাল অনেক ফাঁকিবাজ ছাত্রের কাছে শিক্ষকের বক্তব্য উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতই হয়ে থাকে।

৮। **এক ঢিলে দুই পাখি মারা** (একসাথে দুই কাজ করা)—সরকারি কর্মচারী ভ্রমণে গেলে দেশও দেখেন ভাতাও পান—এভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়।

৯। **কয়লা ধুলে ময়লা যায় না** (শত চেষ্টাতেও মন্দ স্বভাবের পরিবর্তন হয় না)—সারা জীবন সে ছন্নছাড়ার মত কাটাল এখন উপদেশে কাজ হবে না—কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।

১০। **খাল কেটে কুমির আনা** (বাইরের বিপদ ঘরে আনা)—ইংরেজের সাথে ষড়যন্ত্র করে মীরজাফর খাল কেটে কুমীর এনেছিল ; তা টের পেতে বেশি দেরি হয়নি।

১১। **খোঁটার জোরে ভেড়া নাচে** (শক্তিমানের সাহায্যে শক্তি বৃদ্ধি হয়)—বড় সাহেবের দেশী লোক বলেই সে কাউকে গ্রাহ্য করে না। জানই তো খোঁটার জোরে ভেড়া নাচে।

১২। **গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না** (অতি পরিচয়ের জন্য মর্যাদা না পাওয়া)—এত বড় পণ্ডিত হয়েও সে নিজ দেশে পাত্তা পেল না—একেই বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

১৩। **চাচা আপন প্রাণ বাঁচা** (সবার আগে নিজের নিরাপত্তা)—আগে নিজেরটা সামলাই পরে তোমার কথা চিন্তা করব, কথায় বলে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

১৪। **চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী** (অসৎ ব্যক্তি ভাল উপদেশ গ্রহণ করে না)—ফাঁকি দেওয়া আজকাল অভ্যাস হয়ে গেছে, উপদেশে কাজ হবে না—চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

১৫। **জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ** (একাই সব কাজ করা)—নতুন অফিস খুলে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই আমাকে করতে হয়।

১৬। **ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়** (ভাল মানুষের অভাব)—কোথায় পাবে ভাল লোক—আজকাল ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায়।

১৭। **নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়** (বিপদে সবার ক্ষতি)—বর্তমানে সমাজে সব অভিভাবক উদ্বিগ্ন—'নগর পুড়িলে দেবালয় এড়ায় না' বলে কার ছেলে কেমন হয় ভাবা যায় না।

১৮। **নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল** (একেবারে না থাকার চেয়ে কিছুটা থাকা উত্তম)—রেশন আজ যা পেয়েছ নিয়ে নাও, কালকে হয়ত তাও পাবে না—নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

১৯। **বামুন গেল ঘর লাঙ্গল তুলে ধর** (শাসন না থাকলে সবাই ফাঁকি দিতে চায়)—অফিসে বড় সাহেব না থাকলে কাজও এগোয় না—সবাই ভাবে বামুন গেল ঘর লাঙ্গল তুলে ধর।

২০। **লেবু বেশি কচলালে তিতা হয়** (প্রয়োজনের বেশি আলোচনা ভাল না)—জানই তো লেবু বেশি কচলালে তিতা হয়—তাই এ বিষয়ে আর আলোচনা করা ঠিক হবে না।

আরও কিছু প্রবচনের অর্থ

১। **গরু মেরে জুতা দান**—বেশি ক্ষতি করে সামান্য কিছু দিয়ে খুশি করার চেষ্টা।

২। **চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে**—বিপদ কেটে গেলে সমাধান খুঁজে পাওয়া।

৩। **দশের লাঠি একের বোঝা**—সকলের সহায়তায় বড় কাজ করা।

৪। **মরা হাতি লাখ টাকা**—গুণীলোকের সম্মান সব সময়।

৫। **রাখে আল্লাহ্ মারে কে**—আল্লাহ্ রক্ষা করলে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না।

৬। **পেটে খেলে পিঠে সয়**—উপকার পেতে হলে কষ্ট সহ্য করতে হয়।

৭। **মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত**—প্রত্যেকের শক্তির একটা সীমা থাকে।

৮। **ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া**—দয়ার দানের কোন ভালমন্দ বিবেচনা করা যায় না।

৯। **নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা**—নিজের অক্ষমতার জন্য অন্যের ওপর দোষ চাপানো।

১০। **গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল**—নিজে নিজেই নেতা।

১১। **কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরালে পাজি**—লোকের কাছে যতক্ষণ কাজ পাওয়া যায় ততক্ষণই তার সমাদর ; তার পরে নয়।

১২। **কারও সর্বনাশ কারও পৌষ মাস**—কারও সুদিন কারও দুর্দিন।

১৩। **দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা**—সযত্নে শত্রু পালন করা।

১৪। **যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা**—যাকে পছন্দ হয় না তার কোন খুঁত না থাকলেও খুঁত বের করা।

১৫। **পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর**—নগণ্য লোকের গুরুত্বপূর্ণ খবর রাখা।

১৬। **ধরি মাছ না ছুঁই পানি**—কৌশলে কাজ আদায় করা।

১৭। **অভাবে স্বভাব নষ্ট**—অবস্থার শিকার হওয়া।

১৮। **রথ দেখা ও কলা বেচা**—এক সাথে দুই কাজ করা।

১৯। **সস্তার তিন অবস্থা**—সস্তা জিনিসের মান নিকৃষ্ট হয়।

২০। **দৈত্যকুলের প্রহলাদ**—মন্দ পরিবেশে ভাল লোক।

২১। **চকচক করলেই সোনা হয় না**—বাইরের রং আসল পরিচয় নয়।

২২। **ঘটি ডোবে না নামে তালপুকুর**—কিছু না থাকলেও অহংকার।

২৩। **ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো**—নির্দোষকে শাস্তি দিয়ে দোষীকে সংশোধন করা।

২৪। **অধিকন্তু ন দোষায়**—প্রয়োজনের বেশি হলেও ক্ষতি নেই।

২৫। **অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—অপ্রয়োজনীয় বেশি লোক কাজ নষ্ট করে।

২৬। **অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়**—হতভাগা ব্যক্তির সব দিকে নিরাশা।

২৭। **অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী**—সামান্য বিদ্যা প্রয়োগে অনর্থ ঘটে।

২৮। **অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর**—বেশি দুঃখে স্তব্ধ হওয়া।

২৯। **আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো**—খুব প্রাচীন ব্যক্তি।

৩০। **আপন ভাল পাগলেও বোঝে**—নির্বোধ হলেও নিজের ভাল বুঝতে পারে।

৩১। **আমও গেল ছালাও গেল**—লাভ করতে গিয়ে ক্ষতি হওয়া।

৩২। **উচিত কথায় বন্ধু বেজার**—সত্য কথা অপ্রিয়।

৩৩। **উজাড় বনে শিয়াল রাজা**—উপযুক্ত লোকের অভাবে অপদার্থের ক্ষমতা লাভ।

৩৪। **এক যাত্রায় পৃথক ফল**—একই কাজে দুজনের ভিন্ন ফল।

৩৫। **ওস্তাদের মার শেষ রাতে**—দক্ষ ব্যক্তি শেষেও সফল হয়।

৩৬। **কড়িতে বাঘের দুধ মিলে**—টাকায় সব হয়।

৩৭। **ভাঙা কপাল জোড়া লাগে না**—সৌভাগ্য নষ্ট হলে ফিরে আসে না।

৩৮। **কপালের লিখন না যায় খণ্ডন**—ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই।

৩৯। **কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরে**—অপরিণত বয়সে নৈতিক অধঃপতন ঘটে।

৪০। **কাকের মাংস কাকে খায় না**—স্বজাতির কেউ ক্ষতি করে না।

৪১। **কাজির গরু কিতাবে আছে গোয়ালে নেই**—বাস্তবে না থাকা।

৪২। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—কষ্টের ওপর কষ্ট দেওয়া।

৪৩। **কালি কলম মন লেখে তিন জন**—মনোযোগ ছাড়া কোন কাজ হয় না।

৪৪। **কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো**—জোর করে কাজের উপযোগী করা।

৪৫। **কুকুরের পেটে ঘি সয় না**—ভাল জিনিস অধমের জন্য নয়।

৪৬। **কেল্লা মার দিয়া**—দুর্গ জয় করা অর্থাৎ কোন কাজে সফল হওয়া।

৪৭। **খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি**—আয়ের চেয়ে জাঁকজমক বেশি।

৪৮। **খাস তালুকের প্রজা**—খুব অনুগত ব্যক্তি।

৪৯। **গতস্য শোচনা নাস্তি**—যা চলে গেছে তার চিন্তা করে লাভ নেই।

৫০। **গদাই লস্করী চাল**—দীর্ঘসূত্রিতার ভাব।

৫১। **গরিবের কথা বাসি হলে ফলে**—নগণ্য ব্যক্তির উপদেশ শেষে কাজে আসে।

৫২। **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল**—কোন কিছু লাভের আগে খুশি হওয়া।

৫৩। **গাছে না উঠতেই এক কাঁদি**—চেষ্টা না করে ফল পাওয়া।

৫৪। **গুড় থাকলেই মিষ্টি আসে**—লোভনীয় বস্তু থাকলে সকলেই আকৃষ্ট হয়।

৫৫। **গো-মড়কে মুচির পার্বণ**—একের ক্ষতিতে অপরের লাভ।

৫৬। **ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়**—একবার বিপদে পড়লে সহজেই ভয় পায়।

৫৭। **ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে**—নিজের কথা না ভেবে অপরের দুঃখে খুশি হওয়া।

৫৮। **ঘুষের টাকা ফুস**—অন্যায়ের উপার্জন থাকে না।

৫৯। **ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচ**—লজ্জার ভাব দেখিয়ে নির্লজ্জ আচরণ।

৬০। **চোরে খোঁজে আঁধার রাত**—সুযোগ সন্ধান করা।

৬১। **ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা**—আকাশ কুসুম কল্পনা করা।

৬২। **ছোড়া তীর ফিরে না**—যা ঘটে যায় তার অন্যথা করা যায় না।

৬৩। **জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না**—চেষ্টা না করলে সফলতা লাভ করা যায় না।

৬৪। **জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ**—ছোট বড় সব কাজ করা।

৬৫। **জোর যার মুল্লুক তার**—শক্তির জয় সর্বত্র।

৬৬। **ঝাল মরিচের লাল চামড়া**—দুর্জনের আকৃতি সুন্দর হতে পারে।

৬৭। **ডোবা দেখলেই ব্যাঙ লাফায়**—প্রিয় বস্তু দেখে আনন্দ।

৬৮। **ঢাকের বাদ্য থামলেই মিষ্টি**—যা অসহ্য তা থামলেই ভাল।

৬৯। **ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে**—অভ্যাস বদলায় না।

৭০। **তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল**—নিরর্থক আলোচনা।

৭১। **দশচক্রে ভগবান ভূত**—কয়েকজনের চক্রান্তে সত্যকে মিথ্যা বানানো।

৭২। **দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল**—অবাঞ্ছিত ব্যক্তির থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

৭৩। **ধর্মের কল বাতাসে নড়ে**—সত্য প্রকাশ হবেই।

৭৪। **নদীর মুখে বালির বাঁধ**—প্রতিরোধের ক্ষীণ চেষ্টা।

৭৫। **নাকের বদলে নরুণ**—ভিন্ন জিনিসে সামান্য ক্ষতিপূরণ।

৭৬। **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ**—পরের ক্ষতির জন্য নিজের গুরুতর ক্ষতি করা।

৭৭। **পঁচা আদার ঝাল বেশি**—অধমের অহঙ্কার বেশি।

৭৮। **পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা**—পরের ক্ষতি করে নিজে লাভবান হওয়া।

৭৯। **পর্বতের মুষিক প্রসব**—বিরাট আড়ম্বরের তুচ্ছ পরিণতি।

৮০। **পুরানো চাল ভাতে বাড়ে**—পুরানো জিনিস উত্তম।

৮১। **বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো**—বাইরে শক্তিমান ভেতরে দুর্বল।

৮২। **বড় গাছেই ঝড় লাগে**—বিপদ বড়দের ওপর পড়ে।

৮৩। **বানরের গলায় মুক্তার মালা**—অযোগ্যের হাতে উৎকৃষ্ট বস্তুর দুর্দশা।

৮৪। **বাবা আদমের আমল**—আদিম যুগ।

৮৫। **বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা**—বিপজ্জনক কাজ করা।

৮৬। **বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া**—দৈবাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য।

৮৭। **ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না**—অতিরিক্ত সরলতার ভাণ করা।

৮৮। **ভাজে ঝিঙে বলে পটল**—প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখা।

৮৯। **মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা**—মিথ্যা বাহাদুরি।

৯০। **মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল**—বিপদে পড়ে অস্থির থাকা।

৯১। **মারি অরি পারি যে কৌশলে**—যে-কোন উপায়ে শত্রু হত্যা করা।

৯২। **মিষ্ট কথায় জগৎ তুষ্ট**—মধুর আচরণ কল্যাণকর।

৯৩। **যত গর্জে তত বর্ষে না**—কথায় বেশি, কাজে নয়।

৯৪। **যত দোষ নন্দ ঘোষ**—অপকর্ম করলে সব দোষ অন্যের ওপরে পড়ে।

৯৫। **যার কড়ি তার জয়**—অর্থেই সফলতা।

৯৬। **শকুনির শাপে কি গরু মরে**—অনিষ্ট কামনা করলেই অনিষ্ট হয় না।

৯৭। **সুখে থাকলে ভূতে কিলায়**—আরামে থেকে কষ্ট করার দুর্মতি।

৯৮। **হক কথার মার নেই**—সত্যের ভয় নেই।

৯৯। **হিসাবের গরু বাঘে খায় না**—লিখিত হিসাবে ভুল হয় না।

১০০। **হোদল কুৎকুৎ**—খুব মোটা কদাকার ব্যক্তি।

অনুশীলনী

১। নিচের প্রবচনগুলোর অর্থ লেখ এবং এগুলো দিয়ে বাক্য রচনা কর ঃ

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত ; অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ; উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ; কয়লা ধুলে ময়লা যায় না ; খাল কেটে কুমির আনা ; চাচা আপন প্রাণ বাঁচা ; ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় ; নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল ; অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি ; অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ; আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর ; গরু মেরে জুতা দান ; উলুবনে মুক্তা ছড়ান ; চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে ; দশের লাঠি একের বোঝা ; মরা হাতি লাখ টাকা ; রাখে আল্লাহ্ মারে কে ; পেটে খেলে পিঠে সয় ; ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

২। যে-কোন দশটি প্রবাদ-প্রবচন বাক্যের অর্থ লেখ ঃ

(১) অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
(২) কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।
(৩) অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
(৪) নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।
(৫) পেটে খেলে পিঠে সয়।
(৬) গরু মেরে জুতা দান।
(৭) দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা।
(৮) যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।
(৯) গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
(১০) কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি।
(১১) কারও সর্বনাশ, কারও পৌষ মাস।
(১২) খাল কেটে কুমির আনা।
(১৩) উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।
(১৪) পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।
(১৫) ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

৩। যে-কোন **দশটি** প্রবাদের অর্থ লেখ ঃ

ক. খালি কলসীর বাজনা বেশি।
খ. নিগুণ আদার তিন গুণ ঝাল।
গ. বানরের গলায় মুক্তার মালা।
ঘ. কাকে নিয়ে গেল কান, কাকের পিছে ধাবমান।
ঙ. গর্তের সাপ খুঁচিয়ে বের করা।
চ. ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে।
ছ. ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।
জ. দুই সতীনের ঘর খোদায় রক্ষা কর।
ঝ. দশের মুখে জয়, দশের মুখেই ক্ষয়।
ঞ. পান্তা ভাতে নুন জোটে না, বেগুন পোড়ায় ঘি।
ট. যার আছে টাকা তার কথা বাঁকা বাঁকা।
ঠ. হাতেরও খাবে, পাতেরও খাবে।
ড. গাজী সাহেবের মোরগ, পেটে গেলেও বাঁক দেয়।
ঢ. খেদাই নে, তোর উঠান চষি।
ণ. যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।